যুব প্রবণতা

সেপ্টেম্বর ২০২৬



খারাপ পরামর্শ ও ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্তকে পিছনে ফেলে,

শেখা।

ভালো ও সঠিক বিষয়কে গ্রহণ করতে

ভূমিকা



আমার প্রিয় তরুণ বন্ধুরা,

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান নামে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাই!

ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করে যে, **তোমরা শক্তিশালী** (১ যোহন ৪:৪)। তোমাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, যিনি তোমাদের মধ্যে বাস করেন, তিনি জগতে যে আছে তার চেয়ে মহান। পবিত্র আত্মা, যিনি তোমাদের মধ্যে বাস করেন, তিনি তোমাদের সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেবেন এবং সত্যের পথে বিশ্বস্তভাবে পরিচালনা করবেন।

আমরা আজ যে পৃথিবীতে বাস করছি, তা ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধী **মিথ্যা শিক্ষা ও ধারণায়** ক্রমশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। একই সময়ে, শয়তান তরুণদের মধ্যে মন্দ কাজ ও ঈশ্বরবিরোধী সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি প্রজন্মকে সক্রিয়ভাবে গড়ে তুলছে। তাই, তোমাদের নিজেদের **মিথ্যা মতবাদ ও নকল উপাসনা** থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এইরকম সময়ে তোমাদের **পবিত্র শাস্ত্রে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত** হতে হবে। সত্যিকারের জাগরণ এবং মিথ্যা জাগরণের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। প্রকৃত উপাসনা কী এবং কোনটি শুধুমাত্র নকল উপাসনা—তাও স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে।

প্রিয় তরুণ বন্ধু, ঈশ্বর ঘোষণা করেন:

"আমি সদাপ্রভু, তোমার ঈশ্বর, যিনি তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে শিক্ষা দেন এবং যে পথে তোমার চলা উচিত, সেই পথে তোমাকে পরিচালনা করেন।"

— যিশাইয় ৪৮:১৭

প্রেরিত পৌলের মতো, তোমাকেও পবিত্র আগ্রহ নিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং সাহসের সঙ্গে তোমার প্রজন্মের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে হবে।

- গালাতীয়দের মণ্ডলীতে যে বিকৃত সুসমাচার প্রবেশ করেছিল, পৌল তার কঠোর প্রতিবাদ করেছিলেন।
- করিন্থের মণ্ডলীতে থাকা পাপপূর্ণ সম্পর্কগুলোর তিনি মোকাবিলা করেছিলেন।
- তীমথিয়ের কাছে লেখা চিঠিগুলোতে তিনি বিশ্বাসীদের মিথ্যা শিক্ষা থেকে দূরে থাকতে সতর্ক করেছিলেন।

প্রেরিতদের সময়ে পৌল যেমন ঈশ্বরীয় উদ্যম নিয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনই তোমাকেও আজ সাহস ও দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই অবক্ষয়কারী প্রভাবগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।



তুমি যখন প্রভুর জন্য অপেক্ষা করবে, শক্তিতে বৃদ্ধি পাবে এবং বাধ্যতায় এগিয়ে যাবে, তখন তুমি অন্ধকারের এই কাজগুলোকে পরাস্ত করার জন্য ঈশ্বরের একটি হাতিয়ার হতে পারবে।

সারা পৃথিবীতে যেন কোনো মিথ্যা জাগরণ ছড়িয়ে না পড়ে; বরং ঈশ্বরের কাছ থেকে জন্ম নেওয়া একটি সত্যিকারের জাগরণ ছড়িয়ে পড়ুক—যা তাঁর আত্মার শক্তির মাধ্যমে জীবন ও জাতিগুলোকে পরিবর্তন করবে।

খ্রীষ্টের সেবায়,
মোহন সি. লাজারাস



সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে স্বপ্ন!

প্রিয় তরুণ সাফল্যপ্রত্যাশীরা, তোমাদের প্রত্যেককে আন্তরিক শুভেচ্ছা! জীবনে সাফল্য শুধুমাত্র সম্পদ, আরাম বা শারীরিক শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় না। প্রকৃত ও স্থায়ী সাফল্য গড়ে ওঠে আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় এবং নিজের লক্ষ্যের প্রতি অটুট বিশ্বাসের মাধ্যমে। এর একটি অসাধারণ উদাহরণ হলেন আবদুল্লাহ আফরিধ, যাঁর অনুপ্রেরণাদায়ক জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে দৃঢ় সংকল্প সবচেয়ে বড় বাধাকেও অতিক্রম করতে পারে।

আবদুল্লাহ আফরিধের সাফল্যের পথ মোটেই সহজ ছিল না। শৈশব থেকেই তিনি সেরিব্রাল পালসি (Cerebral Palsy) নামের একটি স্নায়বিক সমস্যার সঙ্গে জীবনযাপন করেছেন, যা তাঁর পেশির নড়াচড়া এবং হাত-পায়ের সমন্বয়কে প্রভাবিত করেছিল। যে কাজগুলি বেশিরভাগ মানুষ সহজেই করতে পারে, সেগুলির জন্য তাঁকে অসাধারণ ধৈর্য ও দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন হতো।



এর পাশাপাশি, আবদুল্লাহ কম দৃষ্টিশক্তি (দৃষ্টিশক্তির প্রতিবন্ধকতা) নিয়েও জীবনযাপন করতেন। বই পড়া, নোট তৈরি করা এবং দীর্ঘ সময় পড়াশোনা করা তাঁর প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জ ছিল। তবুও এসব শারীরিক সীমাবদ্ধতা তাঁর স্বপ্নকে ভেঙে দিতে পারেনি।

নিজের পরিস্থিতিকে দুর্বলতা হিসেবে না দেখে আবদুল্লাহ সেটিকে আরও কঠোর পরিশ্রম করার কারণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর চ্যালেঞ্জই তাঁর প্রেরণা হয়ে উঠেছিল। অদম্য দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি UPSC Civil Services Examination-এর প্রস্তুতি নেন। এটি ভারতের অন্যতম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, যেখানে প্রতি বছর হাজার হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নিলেও অল্প সংখ্যক পরীক্ষার্থী সফল হন।

অসংখ্য শারীরিক ও শিক্ষাগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েও আবদুল্লাহ এমন সাফল্য অর্জন করেন, যা অনেকের কাছে অসম্ভব মনে হয়েছিল। প্রথমবারের চেষ্টাতেই তিনি All India Rank (AIR) 942 অর্জন করেন, যা প্রমাণ করে যে দৃঢ় সংকল্প প্রতিবন্ধকতার চেয়েও শক্তিশালী।

প্রিয় তরুণ পাঠকবৃন্দ,

আবদুল্লাহর জীবন আমাদের একটি শক্তিশালী শিক্ষা দেয়: তোমার পরিস্থিতি তোমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে না—তোমার সিদ্ধান্তই তা নির্ধারণ করে। স্বপ্ন দেখার সাহস রাখো। নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করো। কখনও বাধাকে তোমাকে ভয় দেখাতে দিও না। একদিন তোমার অধ্যবসায় এমন এক সাফল্যে পরিণত হবে, যা সারা বিশ্বকে অনুপ্রাণিত ও বিস্মিত করবে।

মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত থেকে!!





আপনি কি আপনার পারিবারিক পটভূমি ও শৈশব সম্পর্কে আমাদের বলতে পারেন?

আমার নাম দিলানি মনিশা। আমি শ্রীলঙ্কার বাদুল্লা জেলার পাহাড়ি গ্রাম পাশার থেকে এসেছি। আমার বাবা-মা দুজনেই শিক্ষক এবং আমার একটি ছোট বোন আছে। আমি একটি রোমান ক্যাথলিক পরিবারে বড় হয়েছি। আমার যখন ৮ বছর বয়স, তখন আমার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়। এরপর আমার মা একাই আমার ও আমার বোনের লালন-পালন এবং পড়াশোনার দায়িত্ব নেন।

ছোটবেলা থেকেই আমার একটি স্বপ্ন ছিল—IT ক্ষেত্রে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি অত্যন্ত আগ্রহ, দৃঢ় সংকল্প ও কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

আপনি পড়াশোনায় ভালো করছিলেন এবং আপনার বড় স্বপ্ন ছিল। আপনার পথে কী বাধা এসেছিল?

২০১৬ সালে, যখন আমি একাদশ শ্রেণিতে পড়ছিলাম, তখন আমার স্মৃতিশক্তি কমে যেতে শুরু করে এবং আমার মূত্রনালির সংক্রমণ হয়।

পরের বছর, দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময়, আমার পেটের ডান দিকে প্রচণ্ড ব্যথা, বারবার বমি, পা ফুলে যাওয়া এবং অত্যন্ত দুর্বলতা দেখা দেয়। ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠেছিল এবং আমার পড়াশোনাও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছিল।



পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর ডাক্তাররা আমাকে জানান যে, জন্মের পর থেকেই আমার একটি কিডনি ঠিকমতো বিকশিত হয়নি এবং সেটি আর সঠিকভাবে কাজ করছে না। তারা আরও জানতে পারেন যে, কিডনিটি আমার অন্য কিডনির তুলনায় অনেক ছোট।

এই কথা শোনার পর আপনার কেমন লেগেছিল? এরপর কী ঘটেছিল?

আমার মনে হয়েছিল, আমার চোখের সামনে যেন আমার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে পড়েছে।

ডাক্তাররা জানান যে, আমার সুস্থ কিডনিটিও ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করেছে। তারা সতর্ক করে বলেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত কিডনিটি অপসারণ করে কিডনি প্রতিস্থাপন (kidney transplant) না করলে আমার জীবন বিপদের মধ্যে পড়বে।



আমার জীবন বাঁচানোর জন্য, আমার মা তাঁর সমস্ত গয়না এবং জমানো প্রতিটি পয়সা আমার চিকিৎসার খরচ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন পরে আমার চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য মা এমনকি ব্যাংক থেকে ঋণও নিয়েছিলেন। সেই সময় ঈশ্বর সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কোনো জ্ঞান ছিল না। আমরা রোমান ক্যাথলিক ঐতিহ্য অনুসারে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার পালন করতাম। এমনকি সুস্থতার আশায় আমরা ভারতে গিয়েছিলাম এবং সম্ভাব্য সব ধরনের চিকিৎসার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোনো কিছুতেই আমার অবস্থার উন্নতি হয়নি।

৮ জুন ২০১৮ তারিখে আরেকবার স্ক্যান করার পর ডাক্তাররা আমাদের অবিলম্বে কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। কিন্তু কেউ জানত না যে আমি ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম—৭ জুনই হবে আমার জীবনের শেষ দিন। আমি আত্মহত্যা করে জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

আপনি কেন নিজের জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? যেদিন আপনি তা করার পরিকল্পনা করেছিলেন, সেদিন কী ঘটেছিল?

৬ জুন, আমাদের এক আত্মীয় বাদুল্লা অঞ্চলে ব্রাদার মোহন সি. লাজারাস পরিচালিত একটি সভায় যোগ দেওয়ার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানান। রোমান ক্যাথলিক পরিবেশে বড় হওয়ার কারণে ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে জানার বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। শুধু আমার মায়ের অনুরোধেই আমি সেই সভায় গিয়েছিলাম। সভায় বসে থাকা অবস্থাতেও আমার মনে শুধু একটি চিন্তাই ছিল—পরের দিন আমি আমার জীবন শেষ করে দেব। জাতির জন্য প্রার্থনা করার সময় আমি ভেবেছিলাম, আমাদের জন্য কেউ প্রার্থনা করবে না। তাই আমি বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু প্রচুর ভিড়ের কারণে বের হতে পারিনি।

ঠিক সেই সময় ব্রাদার মোহন সি. লাজারাস বললেন, "একজন যুবতী আত্মহত্যার আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ। সামনে চলে আসুন। আজ আপনার মুক্তির দিন। আজ আপনার জীবন পরিবর্তিত হতে চলেছে।"

এই কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে ঘটল আমি জানি না, কিন্তু পরের মুহূর্তেই নিজেকে মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তিনি যখন প্রার্থনা করছিলেন, তখন হঠাৎ আমার মনে হলো যেন আমার হৃদয় ফেটে গেছে এবং রক্ত বেরিয়ে আসছে। আমি ভয় পেয়ে চারদিকে তাকালাম, কিন্তু বাস্তবে কিছুই ঘটেনি। এটি কেবল একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অনুভূতি ছিল। সভা শেষ হওয়ার পর আমরা বাড়ি ফিরে গেলাম।







এটা অবিশ্বাস্য! বাড়ি ফিরে আপনার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল?

সেই পুরো রাতে একবারও আমার আত্মহত্যার কথা মনে হয়নি। বরং আমার হৃদয় গভীরভাবে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল শান্তি ও বর্ণনাতীত আনন্দ আমার জীবনে এর আগে কখনও এমন শান্তি ও বর্ণনাতীত আনন্দের অভিজ্ঞতা হয়নি। পরের দিন আমরা CT স্ক্যান করানোর জন্য হাসপাতালে গেলাম। কয়েক দিন পর, সিনিয়র ডাক্তাররা রিপোর্টগুলো খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে বিস্মিত হয়ে গেলেন।

তারা আমাদের জানালেন যে, আমার ক্ষতিগ্রস্ত কিডনিতে আগে যে অস্বাভাবিক কোষগুলো পাওয়া গিয়েছিল, তার আর কোনো চিহ্ন নেই। আগের স্ক্যানে যা কিছু ধরা পড়েছিল, সবকিছু সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত প্রভু আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ রেখেছেন।

আপনি বলছেন এমন একটি অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু তখন তো আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাসই করতেন না। কীভাবে আপনি জানতে পারলেন যে যীশু খ্রীষ্টই সত্য ঈশ্বর?

আজও আমি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারি না যে কীভাবে এটি ঘটেছিল। অলৌকিক ঘটনার কয়েক দিন পর আমার মনে বিভিন্ন প্রশ্ন আসতে লাগল—"সত্য ঈশ্বর কে? এত বছর ধরে আমি কেন তাঁকে চিনতাম না? আমাকে এই সুস্থতা দেওয়ার আগে তিনি কেন আমাকে এত কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে দিলেন?" সেই সময় যিশাইয় ৪১:১০ পদটি আমার মনে পড়ল। আমার কাছে তখন শুধু একটি রোমান ক্যাথলিক বাইবেল ছিল। আমি সেটি পড়তে শুরু করলাম। তখন এই কথাগুলো—"ভয় করো না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি..."

—আমার অন্তরে এমনভাবে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, যেন কেউ সরাসরি আমার হৃদয়ের সঙ্গে কথা বলছে। তারপর আমি অনুভব করলাম, প্রভু আমাকে বলছেন: "আমি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছি। তোমার এই ছোট অঙ্গটি নতুন করে সৃষ্টি করতে আমার কতক্ষণই বা সময় লাগবে বলে তুমি মনে কর?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কে?" আমার হৃদয়ের গভীরে আমি উত্তর অনুভব করলাম: "আমি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট।" সেই মুহূর্তে আমার হৃদয় যে শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তা কোনো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক! যদিও ঈশ্বরের প্রতি আপনার কোনো বিশ্বাস ছিল না, যীশু নিজেকে আপনার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। এরপর কি আপনি তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন?

হ্যাঁ। সেই সাক্ষাতের পরই আমি সত্যিই আমার পাপ সম্পর্কে সচেতন হলাম। আমি প্রভুর সামনে আমার সমস্ত পাপ স্বীকার করতে শুরু করলাম এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে লাগলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে পাপের ক্ষমা শুধুমাত্র যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। সেই মুহূর্ত থেকে প্রভুর পথ সম্পর্কে জানার জন্য আমার হৃদয়ে গভীর আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিল। ব্রাদার মোহন সি. লাজারাসের প্রচারিত বার্তাগুলোর মাধ্যমে আমি কীভাবে প্রার্থনার জীবন গড়ে তুলতে হয় তা শিখলাম। পরে আমি একটি পবিত্র বাইবেল কিনে নিয়মিতভাবে পড়তে শুরু করলাম। ২০১৮ সালে, প্রভু আমাকে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মেও পূর্ণ করলেন।

আপনি সুস্থতা পেয়েছিলেন এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন। এরপর কি আপনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুর সেবা শুরু করেছিলেন?

আমার মা, আত্মীয়স্বজন এবং আরও অনেকে জোর দিয়ে বলেছিলেন, "তুমি সুস্থ হয়ে গেলেও আমাদের গির্জাতেই



থাকতে হবে।” আমি যাতে অন্য কোনো সভায় যেতে না পারি, সেজন্য তারা আমাকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছিল। এর ফলে আমাকে তীব্র বিরোধিতা ও অনেক সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।



সেই সময় আমি আমার দাদুর একটি বাইবেল খুঁজে পাই। তিনি ইতিমধ্যেই পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন। তিনি বাইবেলে যে নোট ও শাস্ত্রবাক্য লিখে রেখেছিলেন, সেগুলো আমাকে আরও গভীরভাবে প্রভুকে জানতে সাহায্য করেছিল। তখনই আমার হৃদয়ে এক অটুট বিশ্বাস স্থাপিত হয় যে যীশু খ্রীষ্টই একমাত্র সত্য ঈশ্বর।

সেই সময় থেকে আমি যেভাবে পারি প্রভুর সেবা করতে শুরু করি। এর কারণে নিজের পরিবারের কাছ থেকেও প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলাম। তবুও মানুষ আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেও যীশু খ্রীষ্ট আমাকে তাঁর নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

২০১৯ সালে, আমার মা ও ছোট বোন দুজনেই পরিত্রাণ লাভ করেন। এরপর প্রভু তাঁর দেওয়া প্রকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিচর্যায় আমাকে ব্যবহার করতে শুরু করেন এবং অনেকের কাছে আশীর্বাদ হওয়ার সুযোগ দেন।

২০২০ সালে, প্রভু আমাকে বাইবেল কলেজে যাওয়ার জন্য ডাকেন। ২০২১ সালে DTH পড়াশোনা শেষ করার পর, আমি শ্রীলঙ্কায় একটি পরিচর্যায় সেবা করি। পরে প্রভুর পরিচালনায় আমি একটি দাতব্য সংস্থায় যোগ দিই, যেখানে বর্তমানে ১,৮৫৪ জন শিশুর জন্য আশীর্বাদ হওয়ার সুযোগ পেয়েছি।

প্রভু আমাকে একজন মিশনারির মতো এমন সব অঞ্চলে যাওয়ার সুযোগও দিয়েছেন, যেখানে ১%-এরও কম মানুষ সুসমাচার শুনেছে। সেখানে যারা কখনও যীশু খ্রীষ্টের নাম শোনেনি, তাদের কাছে আমি তাঁর সুসমাচার প্রচার করছি।

আপনার সাক্ষ্যের মাধ্যমে আপনি কী বার্তা দিতে চান?

একসময় আমার জীবন স্বপ্নে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু যখন অসুস্থতা আমাকে আঘাত করল, তখন আমি মনে করেছিলাম সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। ডাক্তারদের রোগ নির্ণয়, জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী এবং ভাগ্যগণনাকারীদের কথায় আমি বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম যে ২০ বছর বয়সের পর আমি আর বাঁচব না। সেই ভয়ঙ্কর কথাগুলো আমাকে আত্মহত্যার কথা ভাবার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু যে জায়গায় মানুষ ঘোষণা করেছিল যে আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে, সেই জায়গাতেই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাকে এক নতুন জীবন শুরু করার সুযোগ দিয়েছেন।

আজ আমি জীবিত, সুস্থ এবং প্রভুর সেবা করছি—এটি শুধুমাত্র তাঁর অসাধারণ অনুগ্রহের কারণে।

এই সাক্ষ্যটি পড়ে যদি কারও মনে হয়, “সবকিছু শেষ হয়ে গেছে,” তাহলে হতাশ হয়ো না। যে প্রভু আমার জীবন পরিবর্তন করেছেন, তিনি তোমার জীবনও পরিবর্তন করতে পারেন।

ঈশ্বরের বাক্য মানুষের মতামতের চেয়ে মহান। এটি প্রতিটি চিকিৎসা-রিপোর্টের চেয়েও মহান। তিনি যখন কথা বলেন, তখন অসম্ভব সম্ভব হয়ে ওঠে। যা হারিয়ে গেছে, তা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। এমনকি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে থাকা একটি জীবনও নতুনভাবে শুরু করার সুযোগ পেতে পারে।

তাই তুমি যে পরিস্থিতির মধ্যেই থাকো না কেন, কখনও আশা হারিয়ো না। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস রাখো। তিনি কখনও তোমাকে ছেড়ে যাবেন না বা পরিত্যাগ করবেন না। তিনিও তোমার জীবনে একটি নতুন অধ্যায় শুরু করতে পারেন।

“ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি; নিরাশ হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর; আমি তোমাকে শক্তিশালী করিব, তোমার সাহায্য করিব, আমার ধার্মিকতার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তোমাকে ধরিয়া রাখিব।”
- যিশাইয় ৪১:১০





আজকের দ্রুতগতির পৃথিবীতে তরুণদের অসাধারণ প্রতিভা, শক্তি ও সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে ভালো পরামর্শ চাওয়া এবং তা গ্রহণ করাই সত্যিকারের সাফল্যের পথ খুলে দেয়। আমরা যতই জানি না কেন, জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে শেখার মতো সবসময় নতুন কিছু থাকে।

পরামর্শ চাওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয়—এটি শক্তির পরিচয়। এটি বিনয় প্রকাশ করে। যারা শেখার মানসিকতা নিয়ে স্বেচ্ছায় জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ মানুষের পরামর্শ গ্রহণ করে, তারা প্রায়ই অসাধারণ নেতা হয়ে ওঠে। কখনও কখনও একটি ভালো পরামর্শই আমাদের জীবন-পরিবর্তনকারী ভুল করা থেকে রক্ষা করতে পারে।

রাজা রহবিয়াম, শলোমনের পুত্র, ৪১ বছর বয়সে রাজা হয়েছিলেন। সিংহাসনে বসার পরপরই লোকেরা তাঁর কাছে অনুরোধ করল:

“আপনার পিতা আমাদের উপর ভারী জোয়াল চাপিয়েছেন। এখন আপনি কঠোর পরিশ্রম ও তাঁর দেওয়া ভারী জোয়াল হালকা করুন, তাহলে আমরা আপনার সেবা করব।” - ১ রাজাবলি ১২:৪

রহবিয়াম দুইটি ভিন্ন দলের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি সেই অভিজ্ঞ প্রবীণদের পরামর্শ নিলেন, যারা তাঁর পিতার রাজত্বকালে সেবা করেছিলেন। এরপর তিনি তাঁর সঙ্গে বেড়ে ওঠা যুবকদের কাছে গেলেন, যাদের জীবনের অভিজ্ঞতা কম ছিল।

দুঃখের বিষয়, তিনি প্রবীণদের জ্ঞানপূর্ণ পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে তাঁর যুবক বন্ধুদের পরামর্শ অনুসরণ করলেন। তিনি লোকদের সঙ্গে অহংকার ও কঠোরতার সঙ্গে কথা বললেন। এর ফলে ইস্রায়েলের ঐক্যবদ্ধ রাজ্য উত্তরের দশটি গোত্র এবং দক্ষিণের যিহূদার দুই গোত্রে বিভক্ত হয়ে গেল।

রহবিয়াম ভুল লোকদের কথা শোনার কারণে যিহূদা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তোমার সমবয়সী বন্ধুরা হয়তো তোমার আবেগ বুঝতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞ মানুষের জ্ঞান তোমাকে ভুল পথে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়।



তাই রহবিয়ামের মতো প্রবীণদের সংশোধন ও পরামর্শ উপেক্ষা না করে, বিনয়ের সঙ্গে তা গ্রহণ করাই প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয়।

জীবনে আমরা যে প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিই, তা গুরুত্বপূর্ণ। তাই অভিজ্ঞ মানুষের দিকনির্দেশনা অত্যন্ত মূল্যবান। আমরা যখন জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ মানুষের পরামর্শ শুনি, তখন অনেক ভুল ও অপ্রয়োজনীয় কষ্ট এড়াতে পারি।

"বিবেচনাবোধ তোমাকে রক্ষা করবে এবং বুদ্ধি-বিবেচনা তোমাকে পাহারা দেবে।" — হিতোপদেশ ২:১১

তীমথিয় তাঁর যুবক বয়সে পৌলের দেওয়া জ্ঞানপূর্ণ পরামর্শ ও স্নেহপূর্ণ সংশোধন আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে তিনি মিথ্যা শিক্ষা ও যৌবনের কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের কাছে এক অসাধারণ উদাহরণ হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি পৌলের এই নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করেছিলেন:



"প্রভুর দাসকে ঝগড়াটে হওয়া উচিত নয়; বরং সকলের প্রতি কোমল, শিক্ষা দিতে সক্ষম এবং অন্যায়ের সময় ধৈর্যশীল হতে হবে।" — ২ তীমথিয় ২:২৪

তীমথিয় যুবক বয়সে পৌলের নির্দেশনা গ্রহণ করেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে তিনি একজন জ্ঞানী নেতা হয়ে ওঠেন এবং মণ্ডলীর দেখাশোনার দায়িত্ব পান। স্বভাবগতভাবে কিছুটা ভীতু হওয়া সত্ত্বেও, ইফিষের মণ্ডলী পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি নানা চ্যালেঞ্জ ও বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন।

তবুও পৌলের পরামর্শ তাঁকে শক্তি ও উৎসাহ দিয়েছিল। পিছিয়ে না গিয়ে তীমথিয় বিশ্বস্তভাবে বিশ্বাসীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলেন। তিনি সাহসের সঙ্গে মণ্ডলীকে মিথ্যা শিক্ষা থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং সত্যকে সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করা একজন বিশ্বস্ত সেবক হিসেবে থেকেছিলেন।

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা,

তোমরা যখন যৌবনের উদ্যম ও আগ্রহ নিয়ে নিজেদের স্বপ্নের দিকে এগিয়ে চলছ, তখন অভিজ্ঞ মানুষদের জ্ঞান এবং ঈশ্বরের পরামর্শও গ্রহণ করো। এটি তোমাদের বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করবে এবং একটি উজ্জ্বল ও অর্থপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করবে।

আজ তুমি যে বিনয় গড়ে তুলছ এবং জ্ঞানী মানুষের পরামর্শ শোনার যে ইচ্ছা রাখছ, সেটিই তোমাকে আগামী দিনের শক্তিশালী ও ঈশ্বরভক্ত নেতা হিসেবে গড়ে তুলবে!

ঈশ্বরের ঈশ্বরিক নির্বাচন!!



“কিন্তু তোমরা মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, ঈশ্বরের নিজস্ব বিশেষ প্রজা; যেন যিনি তোমাদের অন্ধকার থেকে তাঁর আশ্চর্য আলোতে ডেকে এনেছেন, তাঁর গুণকীর্তন প্রচার কর।” — ১ পিতর ২:৯

পবিত্র আত্মা ঘোষণা করেন যে, তোমরা একটি মনোনীত প্রজন্ম। প্রভু শুধু তোমাদের মনোনীত করেননি, তিনি তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলোকেও মনোনীত করেছেন।

যখন মহাপ্লাবনে পৃথিবী ধ্বংস হয়েছিল, তখন ঈশ্বর শুধু নোহকে নয়, তাঁর সম্পূর্ণ পরিবারকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাঁর বংশধরদের রক্ষা করেছিলেন। প্লাবনের পর নোহ ও তাঁর পরিবারের মাধ্যমে পৃথিবীকে আবার জনবহুল করার জন্য ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছিলেন।

সার্বভৌম ঈশ্বর যখন এই পৃথিবীতে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন, তখন তিনি অব্রাহামকে মনোনীত করেছিলেন, যাতে তাঁর মাধ্যমে একটি জাতিকে পৃথক, পবিত্র ও প্রস্তুত করা যায় এবং সেই জাতির মাধ্যমে তাঁর ঐশ্বরিক পরিকল্পনা পূর্ণ হয়।

যীশু যখন পৃথিবীতে পরিচর্যা করছিলেন, তখন অনেক মানুষ তাঁকে অনুসরণ করত এবং তাঁর সঙ্গে থাকতে চাইত। কিন্তু সেই বিশাল জনসমাবেশের মধ্য থেকে প্রভু বিশেষভাবে মাত্র বারোজন শিষ্যকে মনোনীত করেছিলেন।

“তিনি বারোজনকে নিযুক্ত করলেন, যেন তারা তাঁর সঙ্গে থাকে এবং তিনি তাদের প্রচার করতে পাঠাতে পারেন, অসুস্থতা সুস্থ করার ও ভূত তাড়ানোর ক্ষমতা দিতে পারেন।” — মার্ক ৩:১৪–১৫

একইভাবে, প্রভু শৌলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। শৌল ছিলেন এমন একজন যুবক, যিনি যীশুর তীব্র বিরোধিতা করতেন। তবুও প্রভু তাঁকে মনোনীত করেছিলেন এবং পরে তাঁর রাজ্যের জন্য শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করেছিলেন।

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, তুমি কে বা আজ তোমার জীবন কেমন—তা যাই হোক না কেন, ঈশ্বরের চোখ তোমার উপর রয়েছে। তাঁর নির্বাচন আশ্চর্যজনক



এবং তাঁর ভালোবাসা সীমাহীন। কোনো মানুষই ঈশ্বরের এই ঐশ্বরিক নির্বাচনের বিস্ময় সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে না।

"তোমাকে গর্ভে গঠন করার আগে আমি তোমাকে জানতাম... আমি তোমাকে জাতিদের কাছে ভাববাদী হিসেবে নিযুক্ত করেছি।" — যিরমিয় ১:৫

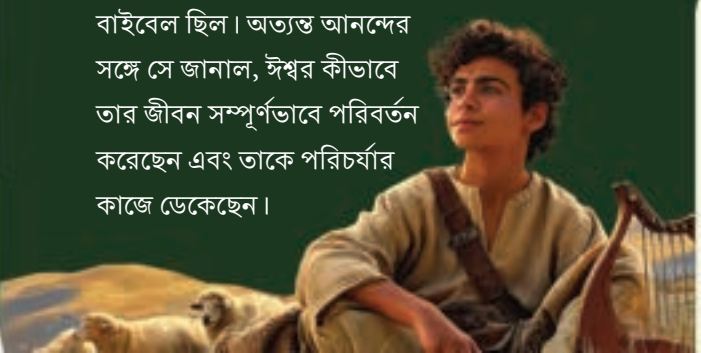
একইভাবে, "জগতের পত্তনের আগে তিনি খ্রীষ্টে আমাদের মনোনীত করেছেন।" — ইফিষীয় ১:৪

এমনকি তুমি যখন তোমার মায়ের গর্ভে গঠিত হচ্ছিলে, তখনও প্রভু তোমাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন "...একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য এবং তাঁর পরিকল্পনার জন্য তোমাকে মনোনীত করেছেন।"

আমি এক যুবকের কথা মনে করি, যে একবার একটি পরিবারকে আমার কাছে প্রার্থনার জন্য নিয়ে এসেছিল। আমি যখন সেই পরিবারের জন্য প্রার্থনা করছিলাম, তখন সে একটু দূরে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখামাত্রই প্রভু আমার হৃদয়ে বললেন:

"আমি তাকে মনোনীত করেছি। সে আমার সেবা করবে এবং আমি তাকে শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করব।" প্রার্থনার পর আমি তাকে বললাম: "ভাই, প্রভু তোমাকে মনোনীত করেছেন। তিনি তোমাকে অনেক মানুষের আশীর্বাদ হিসেবে ব্যবহার করবেন।" সে উপহাস করে হেসে বলল: "আমি তো নিজের মতো স্বাধীন জীবনযাপন করছি—মদ খাচ্ছি, ধূমপান করছি এবং নিজের আনন্দে জীবন কাটাচ্ছি। আপনি কি সত্যিই মনে করেন, যীশু আমার মতো কাউকে ব্যবহার করবেন?"

তারপর সে চলে গেল। কিন্তু দুই বছর পর সে আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এল—এবার তার হাতে একটি বাইবেল ছিল। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সে জানাল, ঈশ্বর কীভাবে তার জীবন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করেছেন এবং তাকে পরিচর্যার কাজে ডেকেছেন।



সত্যিই, ঈশ্বরের মনোনয়নের রহস্য আমরা কখনো সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারি না। তোমার বর্তমান পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, যদি প্রভু তাঁর উদ্দেশ্যের জন্য তোমাকে নির্ধারণ করে থাকেন, তবে তিনি অবশ্যই তোমাকে ডাকবেন এবং তাঁর কাজে ব্যবহার করবেন।

প্রভু একজন যুবক মেষপালককে মনোনীত করে তাকে একটি জাতির রাজা করে তুলতে পারেন। আবার, কোনো কিছু না থাকা একজন অনাথ যুবতীকে মনোনীত করে তাকে একটি রাজ্যের রানি করতে পারেন। তাঁর মনোনয়ন মানুষের বোঝার ক্ষমতার অনেক ঊর্ধ্বে।

যীশু পাপীদের প্রতি অনুগ্রহশীল ঈশ্বর। তুমি যেই হও না কেন... তুমি যদি কখনো যীশুকে বিশ্বাস না করে থাকো... এমনকি যদি তুমি তাঁর বিরোধিতা বা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে থাকো... যীশু তোমাকে মনোনীত করেছেন। তুমি যখন নিজেকে তাঁর ঐশ্বরিক আহ্বানের কাছে সমর্পণ করবে, তখন তিনি তাঁর মহিমার জন্য তোমার জীবনকে শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করবেন।

চুক্তির ঈশ্বর নোহকে মনোনীত করার পর তাঁর সঙ্গে চুক্তি স্থাপন করেছিলেন **(আদিপুস্তক ৯:৮–১৩)**। একইভাবে, অব্রাহামকে মনোনীত করার পর তাঁর সঙ্গেও চুক্তি স্থাপন করেছিলেন **(আদিপুস্তক ১২:১–৩)**।

প্রভু যখন কাউকে মনোনীত করেন, তখন তাঁর সঙ্গে চুক্তি স্থাপন করেন, তাঁর আদেশ দেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলোর দায়িত্ব অর্পণ করেন। একইভাবে, ঈশ্বর যখন তোমাকে ডাকবেন, তখন তিনিও তোমাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি দেবেন এবং তোমার সঙ্গে তাঁর চুক্তি স্থাপন করবেন।

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, যে ঈশ্বর তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের আশীর্বাদ করেন, তিনি তোমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেও তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। আজ এই প্রার্থনাটি করো: "প্রভু, তুমি আমাকে মনোনীত করেছ, তাই আমাকে প্রচুরভাবে ও সম্পূর্ণভাবে আশীর্বাদ করো।"

নিশ্চয়ই প্রভু তোমাকে অপরিমেয়ভাবে আশীর্বাদ করবেন!

আঘাত থেকে ডানা মেলা



আমি বর্তমানে কলেজের প্রথম বর্ষে পড়ছি। স্কুলে পড়ার সময় আমি নিয়মিতভাবে আমার ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করতাম। এখনও কলেজে আমি বিজ্ঞান বিভাগ বেছে নিয়েছি এবং পড়াশোনায় ভালো ফল করছি।

আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো নয়। তাই আমার সহপাঠীদের তুলনায় আমার পোশাক-পরিচ্ছদ অনেক সাধারণ। আমার বেশিরভাগ বন্ধুই ধনী পরিবারের সন্তান। তারা সাধারণত গাড়িতে করে কলেজে আসে, আর আমি সাধারণ পোশাক পরে বাসে করে কলেজে যাই।

দুঃখের বিষয়, আমার পারিবারিক আর্থিক অবস্থার কারণে একজন শিক্ষক সবসময় আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন এবং অন্যদের সামনে অপমান করেন। এতে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি এবং পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যে শিক্ষক আমাকে অপছন্দ করেন এবং সবার থেকে আলাদা করে রাখেন, তিনি তাঁর পড়ানো বিষয়েও আমাকে ফেল করিয়েছেন।

একদিকে আমি নিরুৎসাহিত বোধ করি, অন্যদিকে মনে গভীর মানসিক কষ্ট বহন করি। পরিস্থিতি এতটাই অসহনীয় হয়ে উঠেছে যে আমি কলেজে যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছি।

জীবনে আমার দুটি স্বপ্ন আছে—আমাদের ছোট্ট কুঁড়েঘরটিকে একটি সুন্দর দোতলা বাড়িতে পরিণত করা এবং জীবনে অন্তত একবার আমার বাবা-মাকে বিমানে করে ভ্রমণ করানো। কিন্তু আমার শিক্ষকের আচরণের কারণে মনে হচ্ছে আমার সব স্বপ্ন যেন ভেঙে গেছে। আমি কী করব?

— সুবি, করুর

প্রিয় বোন সুবি,

তোমার চিঠি থেকে আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি যে তুমি কতটা কষ্ট ও মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ। দুঃখজনকভাবে, কিছু শিক্ষকের অসংবেদনশীল আচরণ অনেক প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীকে মানসিকভাবে আহত করেছে। সুবি, তুমি যে অপমান ও প্রত্যাখ্যানের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছ, আমি তা বুঝতে পারছি।

এই কষ্টকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে তোমার সামনে দুটি পথ রয়েছে। একটি হলো নিজের কষ্টের মধ্যে আটকে থাকা। অন্যটি হলো সেই কষ্টকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাওয়া। এই মুহূর্তে তোমার সামনে দুটি বিকল্প রয়েছে।

বিকল্প ১

তুমি তোমার শিক্ষকের কষ্টদায়ক কথাগুলোকে তোমার মনোবল ভেঙে দিতে দিতে পারো। তুমি ভাবতে পারো, "এই শিক্ষা আমাকে শুধু কষ্ট ও অপমানই দিয়েছে," এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারো যে তুমি বাড়িতেই থাকবে।



বিকল্প ১ -

তুমি চাইলে এই সাময়িক বাধা এবং কষ্টদায়ক কথাগুলোকে তোমার ভবিষ্যতের জন্য সাফল্যের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে পারো। তুমি পড়াশোনায় ভালো করতে পারো, পরিবারের জন্য আরও ভালো একটি বাড়ি তৈরি করার স্বপ্ন পূরণ করতে পারো এবং একদিন তোমার বাবা-মাকে সেই বিমানে ভ্রমণ করাতে পারো, যার স্বপ্ন তুমি সবসময় দেখেছ।

যদি তুমি বিকল্প ১ বেছে নাও...

কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিলে সাময়িকভাবে তোমার মনে শান্তি আসতে পারে। মনে হতে পারে তুমি সমস্যা থেকে পালিয়ে গিয়েছ। কিন্তু শিক্ষা তোমার ভবিষ্যতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ। এখন যদি তুমি পড়াশোনাকে অবহেলা করো, তাহলে তা তোমার বাকি জীবনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে।

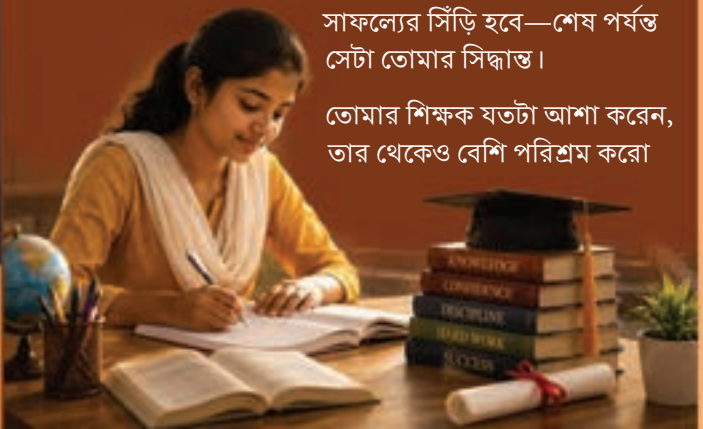
শুধু অপমান এড়ানোর জন্য বাড়িতে থাকা হয়তো আজকের সমস্যা থেকে তোমাকে দূরে রাখবে, কিন্তু এটি কখনোই স্থায়ী সমাধান হবে না।

যদি তুমি বিকল্প ২ বেছে নাও...

সুযোগ পেলে তোমার শিক্ষকের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে এবং শান্তভাবে কথা বলো। বিনয়ের সঙ্গে তোমার অনুভূতিগুলো প্রকাশ করো। সম্ভবত তিনি তোমার পরিস্থিতি বুঝতে শুরু করতে পারেন।

এছাড়াও, যে বিষয়টিতে তুমি ফেল করেছ, সেই বিষয়টিতে আরও বেশি মনোযোগ দাও। তোমার কঠোর পরিশ্রম যখন ভালো ফল দেবে, তখন ধীরে ধীরে তোমার শিক্ষকও তোমার সম্পর্কে তাঁর ধারণা পরিবর্তন করতে পারেন।

একজন শিক্ষক এমন একটি সিঁড়ির মতো, যা আমাদের আরও উঁচুতে উঠতে সাহায্য করে। কখনও কখনও দুঃখজনকভাবে সেই সিঁড়িটিই বাধা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেই বাধাগুলো হোঁচট খাওয়ার কারণ হবে, নাকি সাফল্যের সিঁড়ি হবে—শেষ পর্যন্ত সেটা তোমার সিদ্ধান্ত।



তোমার শিক্ষক যতটা আশা করেন, তার থেকেও বেশি পরিশ্রম করো এবং সেই বিষয়টির প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করো। তাহলে তুমি অবশ্যই অসাধারণ নম্বর অর্জন করতে পারবে।

মনে রেখো, তোমার দুটি স্বপ্ন—একটি ভালো বাড়ি তৈরি করা এবং তোমার বাবা-মাকে বিমানে ভ্রমণ করানো—অনেকটাই তোমার শিক্ষার ওপর নির্ভর করে। প্রয়োজন হলে বিশ্বস্ত বন্ধুদের সাহায্য নাও এবং যেসব বিষয় তোমার নিয়ন্ত্রণে আছে, সেগুলো পরিবর্তনের দিকে মনোযোগ দাও। সময়ের সঙ্গে তোমার শিক্ষকের মনোভাবও পরিবর্তিত হতে পারে।

সুবি, স্রোতের বিপরীতে চলা কখনো সহজ নয়। কিন্তু দৃঢ় সংকল্প নিয়ে একবার সিদ্ধান্ত নিলে, হাল না ছেড়ে তুমি তোমার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে।

জীবনের অনেক সময় আমরা অপেক্ষা করি, কেউ এসে আমাদের সান্ত্বনা দেবে, উৎসাহ দেবে এবং আমাদের মনোবল বাড়াবে। কিন্তু জীবনের অনেক পরিস্থিতিতে আমাদের নিজেদেরই উঠে দাঁড়াতে, নিজেদের উৎসাহ দিতে এবং সামনে এগিয়ে যেতে শিখতে হয়।

সুবি, আজ তুমি যে সিদ্ধান্ত নেবে, সেটিই তোমার জীবনের সম্পূর্ণ নতুন একটি অধ্যায়ের শুরু হতে পারে। তার থেকেও বড় কথা, তোমার এই যাত্রা এমন অনেক তরুণীকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, যারা তোমার মতো একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।

আজ এই প্রার্থনাটি করো:

“প্রভু, আমাকে আশীর্বাদ করুন এবং আমার সীমানা/অধিকার বৃদ্ধি করুন। আপনার হাত আমার সঙ্গে থাকুক এবং আমাকে সমস্ত ক্ষতি, ব্যর্থতা ও দুঃখ থেকে রক্ষা করুন।”

যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে শক্তি, জ্ঞান ও সাফল্য দান করুন।

শুভকামনা!

খ্রীষ্টের শিক্ষা প্রকৃত আনন্দে

(এই সেই পথ, যে পথে যিশু, আমাদে
যাত্রাপথের প্রতিটি প
"অতএব, সর্ববিষয়ে তোমরা অন্যদের প্রতি তাই করো, যা তোমর
আমাদের নিখুঁত আদর্শ: "আমার জোয়াল তোমাদের উপরে তুলে ন

১. ধন্য যারা আত্মায় দরিদ্র



বাইবলেরে উদাহরণ: করগ্রাহী — (লূক ১৮:১৩)

নজিরে আধ্যাত্মকি দীনতা উপলব্ধি করে এবং সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বররে অনুগ্রহরে উপর নর্িভর করে, সে স্বর্গরে আশীর্বাদ লাভ করছেলি এবং আনন্দে পরপিূর্ণ হয়ে ফরিে গয়িছেলি।

যশিুর উদাহরণ: ফলিপিীয় ২:৭

পুরস্কার: স্বর্গের নাগরিকত্ব।

২. ধন্য যারা



বাইবলেরে উদাহ

নজিরে ব্যর্থতা
পতির ঈশ্বররে
করছেলিনে। ঈশ
করে তনিি খ্রীষ্ট
আনন্দরে সঙ্গে

যশিুর উদাহরণ:

পুরস্কার: ঈশ্বরের

৬. ধন্য যারা হৃদয়ে শুচি



বাইবেলের উদাহরণ: নথনেল (যোহন ১:৪৭)

মনের গোপন অসৎ উদ্দেশ্য ও ছলনা দূর করে এবং আন্তরকিতা ও সততার সঙ্গে জীবনযাপন করার মাধ্যমে নথনেল ব্যক্তগিতভাবে প্রভুকে জানতে পেরেছিলেন এবং আনন্দের সঙ্গে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন।

যিশুর উদাহরণ: মথি ৪:১০

পুরস্কার: ঈশ্বরকে জানার বিশেষ অধিকার।

৫. ধন্য যারা দয়



বাইবেলে
(লূক ১০
ঈশ্বরের অ
করার পর
প্রতি একই
দেখিয়েছি
থেকে আ

যিশুর উদ

পুরস্কার: ঈশ্বরের কর

৭. ধন্য যারা শান্তি স্থাপন করে



বাইবেলের উদাহরণ: বার্ণবা (প্রেরিত ৪:৩৬; ৯:২৬–২৭)

ভেঙে যাওয়া, বিভক্ত ও হতাশাগ্রস্ত সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরের শান্তি নিয়ে আসার মাধ্যমে বার্ণবা আনন্দের সঙ্গে সুসমাচারের পরিচর্যায় একজন গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হয়ে উঠেছিলেন।

যিশুর উদাহরণ: যিশাইয় ৫৩:৪–৫; ইফিষীয় ২:১৪



পুরস্কার: ঈশ্বরের সন্তান বলে আখ্যাত হওয়ার বিশেষ অধিকার।

দর পথে এক আধ্যাত্মিক যাত্রা

র মহান শিক্ষক, নিজে চলেছিলেন।)

দক্ষেপের জন্য স্বর্ণসূত্র

া চাও যে তারা তোমাদের প্রতি করুক।" — মথি ৭:১২

াও এবং আমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহন করো, কারণ আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত।" — মথি ১১:২৯



শোক করে

রণ: পতির — (মথি ২৬:৭৫)

উপলব্ধি করার পর
ইচ্ছা অনুযায়ী দুঃখ অনুভব
বরের সান্ত্বনা লাভ
টরে পদাঙ্ক অনুসরণ করে
চলতে থাকলনে।

লুক ১৯:৪১



৩. ধন্য যারা মৃদুশীল

বাইবেলের উদাহরণ: নাসরতের মরিয়ম — (লূক ১:৩৮)

কুমারী হওয়া সত্ত্বেও মরিয়ম নম্রভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁর নিখুঁত সময় ও উদ্দেশ্যের উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন। তাঁর মৃদুশীলতা ও আত্মসমর্পণের কারণে তিনি পরবর্তীকালে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

যিশুর উদাহরণ: ১ পিতর ২:২৩

সান্ত্বনা।

পুরস্কার: এক আশীর্বাদপূর্ণ অধিকার।

লু

র উদাহরণ: দয়ালু শমরীয় ব্যক্তি

অনুগ্রহ, করুণা, দয়া ও প্রেম অনুভব
, তিনি অভাবগ্রস্ত একজন মানুষের
ই রকম দয়া ও ভালোবাসা
লেন। এর পরিবর্তে তিনি ঈশ্বরের কাছ
রও মহান করুণা লাভ করেছিলেন।

াহরণ: যোহন ৮:১–১১

ণার পূর্ণতা।

৪. ধন্য যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত



বাইবেলের উদাহরণ: শমরীয় স্ত্রীলোক — (যোহন ৪)

জীবন্ত জলের আকাঙ্ক্ষা করতে করতে তার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মিটে গিয়েছিল। প্রকৃত তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে সে আনন্দের সঙ্গে অন্যদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে ছুটে গিয়েছিল।

যিশুর উদাহরণ: মথি ৪:৪

পুরস্কার: আধ্যাত্মিক তৃপ্তি।

৮. ধন্য যারা ধার্মিকতার জন্য নির্যাতিত হয়



বাইবেলের উদাহরণ: স্তিফান (প্রেরিত ৭)

স্বর্গে তাঁর জন্য অনন্ত পুরস্কার অপেক্ষা করছে— এই বিশ্বাস রেখে স্তিফান অটল বিশ্বাসের সঙ্গে দুঃখভোগ, প্রত্যাখ্যান ও নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। যিশুর মতো তিনিও আনন্দের সঙ্গে তাঁর জীবনের দৌড় সম্পূর্ণ করেছিলেন।

যিশুর উদাহরণ: ইব্রীয় ১২:২

পুরস্কার: যিশুর সঙ্গে অনন্ত জীবন।

মনে রেখো...

এই যাত্রাপথ কঠিন হতে পারে... কিন্তু এসো, এই আধ্যাত্মিক চাবিকাঠিগুলি নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলি!

এসো, আমরা যিশুর আরও বেশি অনুরূপ হয়ে উঠি।

আর একদিন, রাজাধিরাজের সঙ্গে চিরকালীন আনন্দ করব!

চাপের মধ্যে



হাই বন্ধুরা! তোমরা সবাই কেমন আছো?এই মাসে আবারও তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আশা করি, এই ধারাবাহিকটি তোমাদের জন্য অর্থবহ এবং সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে।

এই মাসে আমরা আবিষ্কার করব কীভাবে একটি হীরা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে তৈরি হয়—এবং সেখান থেকে আমাদের নিজেদের জীবন সম্পর্কে কী শিক্ষা পাওয়া যায়। চলুন, শুরু করা যাক!

একটি হীরা হলো একটি প্রাকৃতিক খনিজ, যা সম্পূর্ণভাবে কার্বন পরমাণু দিয়ে তৈরি। এটি পৃথিবীর গভীরে—ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ কিলোমিটার নিচে—গঠিত হয়। সেখানে এটি অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা (৯০০–১,৩০০°C) এবং বিপুল চাপের (বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ৪৫,০০০–৬০,০০০ গুণ) মধ্যে থাকে।

এই অসাধারণ পরিস্থিতিতে কার্বন পরমাণুগুলো পরিবর্তিত হয়ে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী স্ফটিক কাঠামো তৈরি করে। এর ফলেই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন এবং মূল্যবান পদার্থগুলোর মধ্যে একটি—হীরা—সৃষ্টি হয়।

হীরা কীভাবে খনন করা হয়

১. ওপেন-পিট মাইনিং

যখন হীরা পৃথিবীর পৃষ্ঠের কাছাকাছি পাওয়া যায়, তখন বড় বড় যন্ত্র এবং নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের সাহায্যে হীরার ওপরের পাথরের স্তরগুলো সরিয়ে ফেলা হয়। এর ফলে হীরাগুলো উত্তোলন করা সম্ভব হয়।



২. ভূগর্ভস্থ খনন

যখন হীরা মাটির অনেক গভীরে থাকে, তখন সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়। এই সুড়ঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবীর পৃষ্ঠের নিচ থেকে নিরাপদে হীরা খনন করা হয়।



৩. পলল বা নদীবাহিত খনন

নদীর স্রোতে ভেসে এসে নদীর তলদেশে অথবা সমুদ্র উপকূলের কাছে জমা হওয়া হীরাগুলোকে অ্যালুভিয়াল মাইনিং বা পলল খনন পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়।



হীরা পরিশোধনের ধাপসমূহ

১. চূর্ণীকরণ

হীরাযুক্ত বড় বড় পাথর প্রথমে ভারী যন্ত্রপাতির সাহায্যে ছোট ছোট টুকরোতে ভেঙে ফেলা হয়।

২. বাছাই বা ছাঁকন

এরপর চূর্ণ করা উপাদানকে বিভিন্ন আকারের ছাঁকনির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, যাতে আকার অনুযায়ী সেগুলো আলাদা করা যায়।

৩. ঘনত্বের ভিত্তিতে পৃথকীকরণ এবং এক্স-রে/লেজার প্রযুক্তি

হীরা আশেপাশের অধিকাংশ পাথরের তুলনায় বেশি ঘন হওয়ায় তাকে সহজে আলাদা করা যায়। এছাড়াও, হীরা আলোকে একটি বিশেষ উপায়ে প্রতিফলিত করে। তাই অত্যাধুনিক এক্স-রে ও লেজার প্রযুক্তির সাহায্যে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে হীরা শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

৪. কাটা ও পালিশ করা

খনি থেকে সদ্য উত্তোলিত একটি হীরা ঝলমলে হয় না। বরং দেখতে অনেক সময় সাধারণ একটি পাথরের মতোই লাগে।

এর প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য দক্ষ কারিগররা হীরার কণায় আবৃত বিশেষ করাত ব্যবহার করে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে হীরা কাটেন। প্রতিটি কাট অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করতে হয়, কারণ সামান্য একটি ভুলও হীরার মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিতে পারে।

কাটার পরেও হীরা তার সম্পূর্ণ দীপ্তি প্রকাশ করে না। এরপর হীরার গুঁড়ো ব্যবহার করে একটি পালিশ করার চাকায় হীরাটিকে পালিশ করা হয়, যতক্ষণ না এটি অসাধারণ সৌন্দর্যের সঙ্গে আলো প্রতিফলিত করতে শুরু করে।

৫. শ্রেণিবিন্যাস বা মান নির্ধারণ

সবশেষে প্রতিটি হীরার ওজন, কাটার মান, রং এবং অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে তার মান নির্ধারণ করা হয়।



“আমি তোমাকে পরিশোধন করেছি, কিন্তু রূপার মতো নয়; আমি তোমাকে কষ্টের আগুনে পরীক্ষা করেছি।” — যিশাইয় ৪৮:১০

এই পদটি যেমন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, একটি হীরা স্বাভাবিকভাবেই উজ্জ্বল বা সুন্দর হয়ে জন্মায় না। পরিশোধন ও পালিশ করার প্রক্রিয়াই তাকে উজ্জ্বল এবং মূল্যবান করে তোলে। একটি হীরা যত গভীরে মাটির নিচে অবস্থান করে, তাকে উত্তোলনের প্রক্রিয়াও তত বেশি বিশেষায়িত হতে হয়। একইভাবে, ঈশ্বর আমাদের কতটা পরিশোধন করবেন, তা তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের গভীরতা এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের জীবনকে গড়ে তুলছেন তার ওপর নির্ভর করে।

একটি হীরা শুধুমাত্র প্রচণ্ড তাপ এবং বিপুল চাপের মধ্যেই তৈরি হতে পারে। একইভাবে, আমাদের জীবনে আসা পরীক্ষা, কষ্ট, হতাশা এবং ক্ষতিগুলো প্রায়ই ঈশ্বরের সেই প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যার মাধ্যমে তিনি আমাদের এমন আধ্যাত্মিক হীরায় পরিণত করেন, যা তাঁর মহিমা প্রতিফলিত করে।

যেমন একটি হীরাকে মাটির ওপরে তুলে আনার আগে তার চারপাশের পাথর ভেঙে সরিয়ে ফেলতে হয়, তেমনি আমাদের পাপপূর্ণ স্বভাবকেও ভেঙে দিতে হয়, যাতে খ্রীষ্টের চরিত্র সত্যিকারভাবে আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে।

একটি হীরা কাটার এবং পালিশ করার পরেই তার সর্বোচ্চ দীপ্তি প্রকাশ করে। একইভাবে, আমরা যদি পৃথিবীর কাছে খ্রীষ্টের আলো প্রতিফলিত করতে চাই, তাহলে আমাদেরও হয়তো বেদনাদায়ক পরীক্ষা এবং কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

একটি হীরা তৈরি হতে সময়, প্রচণ্ড তাপ এবং বিপুল চাপ লাগে। একইভাবে, ঈশ্বর আমাদের জীবনে যে কাজ করছেন, তার জন্যও ধৈর্যের প্রয়োজন। তাঁর পরিশোধনের প্রক্রিয়াকে তাড়াহুড়ো করে সম্পন্ন করা যায় না।

আজ তুমি যে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছ, সেটিই তোমার গল্পের শেষ নয়। ঈশ্বর যত্নসহকারে তোমাকে গড়ে তুলছেন এবং পরিশোধন করছেন—যাতে তুমি অনন্ত মূল্যবান এক আধ্যাত্মিক হীরায় পরিণত হতে পারো!

(To be continued...)

এসো, আমরা প্রার্থনা করি!

সেপ্টেম্বর ২০২৬

রেল দুর্ঘটনা

ভারতজুড়ে রেল দুর্ঘটনার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। অসমে (জুন ২০২৬) এবং ঝাড়খণ্ডে (জানুয়ারি ২০২৬) সাম্প্রতিক ট্রেন দুর্ঘটনার পর, যাত্রীদের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য ভারতীয় রেল আরও বেশি রেলপথে 'কবচ ৪.০' স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সংঘর্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Automatic Train Collision Avoidance System) সম্প্রসারণ করছে।

আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যাতে বারবার ঘটে চলা রেল দুর্ঘটনা বন্ধ হয় এবং ভারতীয় রেলের কর্মকর্তারা যাত্রীদের নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করার জন্য সঠিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করেন এবং প্রত্যেক যাত্রীর মঙ্গল নিশ্চিত করতে পারেন।



সাইবার জালিয়াতি ও ডিজিটাল প্রতারণা

ভুয়ো চাকরির প্রতারণা, বিনিয়োগ জালিয়াতি, OTP প্রতারণা এবং ফিশিং আক্রমণের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে ছাত্রছাত্রী এবং তরুণ পেশাজীবীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যাতে মানুষ সাইবার অপরাধ থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্য, আর্থিক সম্পদ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকে।



কৃষি

খরিফ ফসলের বৃদ্ধি ও পরিচর্যার জন্য সেপ্টেম্বর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ধান, আখ এবং তুলার মতো ফসলের ভালোভাবে বেড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অতিরিক্ত কম বা অতিরিক্ত বেশি—উভয় ধরনের বৃষ্টিপাতই ফসলের ক্ষতি করতে পারে এবং কৃষি উৎপাদন কমিয়ে দিতে পারে।

আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যাতে মৌসুমি বৃষ্টি সঠিক সময়ে এবং সঠিক পরিমাণে আসে, যাতে সারা দেশের ফসল ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায় এবং কৃষকরা তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য প্রচুর ফসল ও ন্যায্য আয় পান।



অনলাইনে অবৈধভাবে ওষুধ বিক্রি

সম্প্রতি পুলিশ মাদুরাই, তিরুচিরাপল্লি এবং কোয়েম্বাটোরে সক্রিয় একটি চক্রকে গ্রেফতার করেছে। এই চক্রটি বৈধ চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও কুরিয়ার পরিষেবার মাধ্যমে প্রেসক্রিপশন-নিয়ন্ত্রিত ওষুধ, শত শত নেশাজাতীয় ট্যাবলেট, চিকিৎসায় ব্যবহৃত ভায়াল এবং ইনজেকশন অবৈধভাবে বিক্রি করছিল।

তদন্তে জানা যায়, এই ওষুধগুলো তরুণ-তরুণী, কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং দৈনিক মজুরির শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছিল। আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যাতে নেশাজাতীয় ওষুধের অবৈধ উৎপাদন, বিতরণ ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত অপরাধী চক্রগুলো সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দেওয়া হয়।





সিন্থেটিক মাদক

LSD, মেথামফেটামিন এবং কেটামিনের মতো সিন্থেটিক মাদকের ব্যবহার তরুণদের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পদার্থগুলো শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে এবং অনেক মানুষকে আসক্তির দিকে ঠেলে দেয়।

যদিও সরকার এবং বিভিন্ন সংগঠন এই সমস্যা মোকাবিলায় সচেতনতা তৈরি করছে, আসুন আমরা প্রার্থনা করি—যাতে সিন্থেটিক মাদকের উৎপাদন, পাচার এবং বিক্রি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয় এবং তরুণরা যেন সব ধরনের মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি পায়।



পরীক্ষা

এই বছর ২২ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রী NEET পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। ফলাফল প্রকাশের পর অনেক ছাত্রছাত্রী মেডিকেল কলেজে ভর্তি, কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া, সরকারি ও বেসরকারি কলেজে আসন পাওয়া, শিক্ষার খরচ এবং ভবিষ্যৎ পেশা নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

কিছু ছাত্রছাত্রী প্রত্যাশিত নম্বর বা র‍্যাঙ্ক অর্জন করতে না পারায় হতাশা ও মানসিক চাপের মধ্যেও রয়েছে।

আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যাতে প্রত্যেক NEET পরীক্ষার্থী সঠিক কলেজ ও কোর্স বেছে নেওয়ার জন্য যথাযথ দিকনির্দেশনা পায়, তারা যেন শান্তি ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে পারে, এবং যারা চিকিৎসা পেশার মাধ্যমে মানুষের সেবা করতে চায়, ঈশ্বর যেন তাদের জন্য সঠিক সুযোগের দ্বার খুলে দেন এবং তাদের শিক্ষাজীবনে আশীর্বাদ করেন।

তাপপ্রবাহ

এই বছরের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত তীব্র তাপপ্রবাহ উত্তর, মধ্য এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু অঞ্চলে প্রভাব ফেলেছে। বেশ কয়েকটি স্থানে তাপমাত্রা ৪৫°C থেকে ৪৮°C-এর মধ্যে পৌঁছেছিল।

অনুমান করা হয়, তাপজনিত কারণে ভারতে প্রতিদিন ৩,৪০০-এরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হন। অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে হিটস্ট্রোক, পানীয় জলের সংকট, বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে।

আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যাতে তীব্র তাপপ্রবাহের প্রভাব কমে আসে, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মাটি ও পরিবেশ সতেজ হয়ে ওঠে এবং কৃষক ও দৈনিক মজুরির শ্রমিকরা এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকেন।

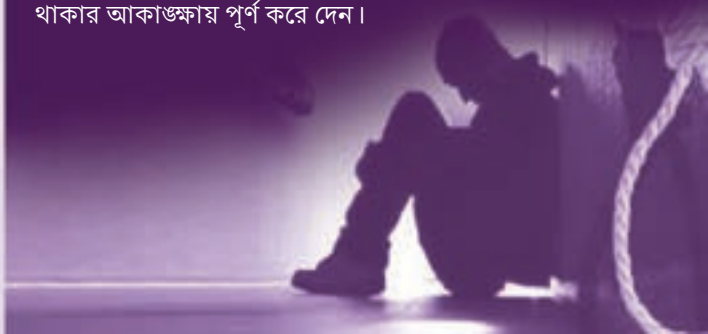


আত্মহত্যা

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে প্রতি বছর ১,৭০,০০০-এরও বেশি মানুষ আত্মহত্যার মাধ্যমে মারা যান। আত্মহত্যায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে আনুমানিক ৭০–৭৫% পুরুষ।

এছাড়াও, মানসিক চাপ, একাকীত্ব, পারিবারিক সমস্যা, পড়াশোনার চাপ এবং আর্থিক সমস্যার মতো কারণে প্রতি বছর প্রায় ১০,০০০ থেকে ১৩,০০০ ছাত্রছাত্রী প্রাণ হারায়।

আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যাতে ছাত্রছাত্রী, তরুণ-তরুণী এবং সাধারণ মানুষ তাদের মানসিক ও আবেগগত সুস্থতায় আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে; সারা দেশে আত্মহত্যার হার কমে আসে এবং ঈশ্বর যেন মানুষের হৃদয় আশা ও বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ করে দেন।



আত্মার পরিশুদ্ধি

বর্তমান সময়ে তরুণদের ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য শত্রুর ব্যবহৃত সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী অস্ত্রগুলোর একটি হলো সংগীত। শয়তান মিথ্যার পিতা, এবং সংগীত আমাদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। আমরা যে গানগুলোর কথা শুনি, যে দৃশ্যগুলো দেখি, যে চিন্তাগুলো গ্রহণ করি এবং যে বার্তাগুলো বারবার শুনতে থাকি—সেগুলো ধীরে ধীরে আমাদের চিন্তাভাবনা, আবেগ, অভ্যাস এবং জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত ও গঠন করতে পারে।

আজকরে অনকে ধর্মনরিপক্ষে সংগীত আজকরে অনকে ধর্মনরিপক্ষে সংগীতে অশ্লীলতা, অনতৈকি মূল্যবোধ, নতেবিাচক চন্তিা, হংিসা, কামনা, অহংকার, প্রতশিোধ এবং এমন জীবনধারাকে উৎসাহতি করা হয়, যা ঈশ্বররে বাক্যরে বরিোধী এবং ঈশ্বর যা ঘৃণা করনে তা উদযাপন কর।

এই ধরনের সংগীতের প্রতি ক্রমাগত নিজেদের উন্মুক্ত করে রাখলে ধীরে ধীরে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়াও, অনেক আধুনিক কনসার্টে প্রকাশ্যে শয়তান-সম্পর্কিত প্রতীক ও চিত্র এবং খ্রীষ্ট বিরোধী (Anti-christ) প্রতীক প্রদর্শন করা হয়। কিছু সংগীতশিল্পী ও সেলিব্রিটি প্রকাশ্যে যীশু খ্রীষ্ট ও ক্রুশকে উপহাস করেছেন, আবার কেউ কেউ প্রকাশ্যে দাবি করেছেন যে তারা লুসিফারের সঙ্গে চুক্তি করেছেন।এই ধরনের সংগীত এবং এর বার্তাগুলোকে ক্রমাগত গ্রহণ করলে আমরা অজান্তেই আমাদের হৃদয়ের দরজা ক্ষতিকর আধ্যাত্মিক প্রভাবের জন্য খুলে দিতে পারি।



অস্বাস্থ্যকর সংগীতের প্রভাব

• এটি অশ্লীলতা, কুরুচিপূর্ণ ভাষা এবং অনৈতিক কথাবার্তাকে স্বাভাবিক বলে প্রতিষ্ঠিত করে।

• অপবিত্র ও নেতিবাচক গানের কথা ধীরে ধীরে আমাদের চিন্তা, কথা বলা এবং জীবনের প্রতি প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

• এটি রাগ, ঘৃণা, কামনা এবং প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষার মতো আবেগকে উসকে দেয়।

• ঈশ্বরের অপছন্দনীয় বিষয়গুলোর প্রতি ক্রমাগত নিজেদের উন্মুক্ত রাখলে সেগুলো আমাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। এর ফলে ঈশ্বরের সত্যের চেয়ে পার্থিব সংস্কৃতি আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

• এটি ধীরে ধীরে আমাদের পরিচয় ও মূল্যবোধকে পরিবর্তন করে।

• অনেক মানুষ শুধুমাত্র এই কারণে এই ধরনের সংগীত শোনে যে তা "ট্রেন্ডি" বা "কুল" মনে হয়। কিন্তু তারা প্রায়ই উদ্বেগ, একাকীত্ব, ভয়, অনিদ্রা, আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এবং এমনকি আত্মহত্যার চিন্তার মতো সমস্যার সঙ্গে লড়াই করে, ফলে তারা প্রকৃত শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়।



LAR
SIC
TOX

কীভাবে আপনার আত্মিক পরিশুদ্ধি শুরু করবেন

১. গানের কথার প্রতি মনোযোগ দিন

কোনো গান শোনার আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন: "এই গানটি কি আমার মনকে পবিত্র করবে, নাকি আমার আধ্যাত্মিক জীবনকে দুর্বল করে দেবে?"

২. নেতিবাচক বিষয় সরিয়ে ফেলুন এবং আপনার জীবনকে ভালো বিষয় দিয়ে পূর্ণ করুন

পরিশুদ্ধি বা Detox মানে শুধু অস্বাস্থ্যকর সংগীত শোনা বন্ধ করা নয়। চ্যানেলটি আনসাবস্ক্রাইব করুন। শিল্পীকে আনফলো করুন। আপনার প্লেলিস্ট থেকে গানগুলো মুছে ফেলুন। তারপর ইচ্ছাকৃতভাবে সেগুলোর পরিবর্তে এমন প্রশংসা ও উপাসনার গান বেছে নিন, যা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করে।(কেউ সুন্দর গান লিখতে পারেন বা অসাধারণভাবে পরিবেশন করতে পারেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষা যদি বাইবেলের শিক্ষার বিরোধিতা করে, তাহলে সেই সংগীতকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশকারী সংগীত হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।)

৩. যা ভালো, তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখুন

খ্রিষ্টীয় গান শোনার ক্ষেত্রেও শিল্পীদের জীবন ও তাদের প্রচারিত মতবাদগুলোর ফলাফল ঈশ্বরের বাক্যের আলোকে বিচার করুন। শুধুমাত্র যা বাইবেলের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেটিই দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করুন। "সবকিছু পরীক্ষা কর; যা ভালো, তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ।" — ১ থিষলনীকীয় ৫:২১

৪. ঈশ্বরের কণ্ঠকে অগ্রাধিকার দিন

বাইবেল পাঠ, প্রার্থনা এবং উপাসনার মাধ্যমে আপনার হৃদয় ও মনকে ঈশ্বরের সত্য দিয়ে পূর্ণ করুন। আপনার জীবনে যখন ঈশ্বরের কণ্ঠ আরও স্পষ্ট ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তখন পৃথিবীর অন্যান্য কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকভাবেই ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাবে।

যে জঙ্গলে যিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ

১৯৫৫ সালে কানাডার বিখ্যাত Prairie Bible Institute-এ একটি মিশনারি চ্যালেঞ্জ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সমাবেশে একজন মিশনারি আবেগের সঙ্গে নিউ গিনি, ইন্দোনেশিয়ায় বসবাসকারী শত শত আদিবাসী মানুষের কথা তুলে ধরেন, যারা তখনও যিশু খ্রিষ্টের সুসমাচার শোনেনি। তিনি তাদের কাছে সুসমাচারের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জরুরি প্রয়োজনের কথা আন্তরিকভাবে তুলে ধরেন।

সেই বার্তা ডন রিচার্ডসন নামে এক যুবকের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তিনি স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের আহ্বান অনুভব করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "আমি চাই তুমি সেই মানুষগুলোর কাছে যাও।"

পরবর্তীতে তিনি ক্যারল রিচার্ডসনকে বিয়ে করেন। ক্যারলও একই ধরনের মিশনারি আহ্বান পেয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে, ডন ও ক্যারল তাঁদের ছোট সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে নিউ গিনিতে যান এবং সাউই (Sawi) উপজাতির মধ্যে মিশনারি হিসেবে কাজ শুরু করেন।

সাউই জনগোষ্ঠী তাদের অত্যন্ত হিংস্র রীতিনীতির জন্য পরিচিত ছিল। তারা মাথা শিকার, নরখাদকতা এবং বিশ্বস্ত বন্ধুকে হত্যা করার আগে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকে সাহসিকতার কাজ বলে মনে করত। তারা ঘন জঙ্গল, জলাভূমি, ম্যালেরিয়া, কুমির এবং বিষাক্ত পোকামাকড়ে ঘেরা এক বিপজ্জনক পরিবেশে বসবাস করত।

অনেকেই তাদের জিজ্ঞেস করেছিল, "এমন একটি জায়গায় তোমরা কীভাবে বেঁচে থাকবে?" কিন্তু ডন একটি বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিলেন: যদি ঈশ্বর তাঁকে আহ্বান করে থাকেন, তাহলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাঁকে রক্ষা করবেন।

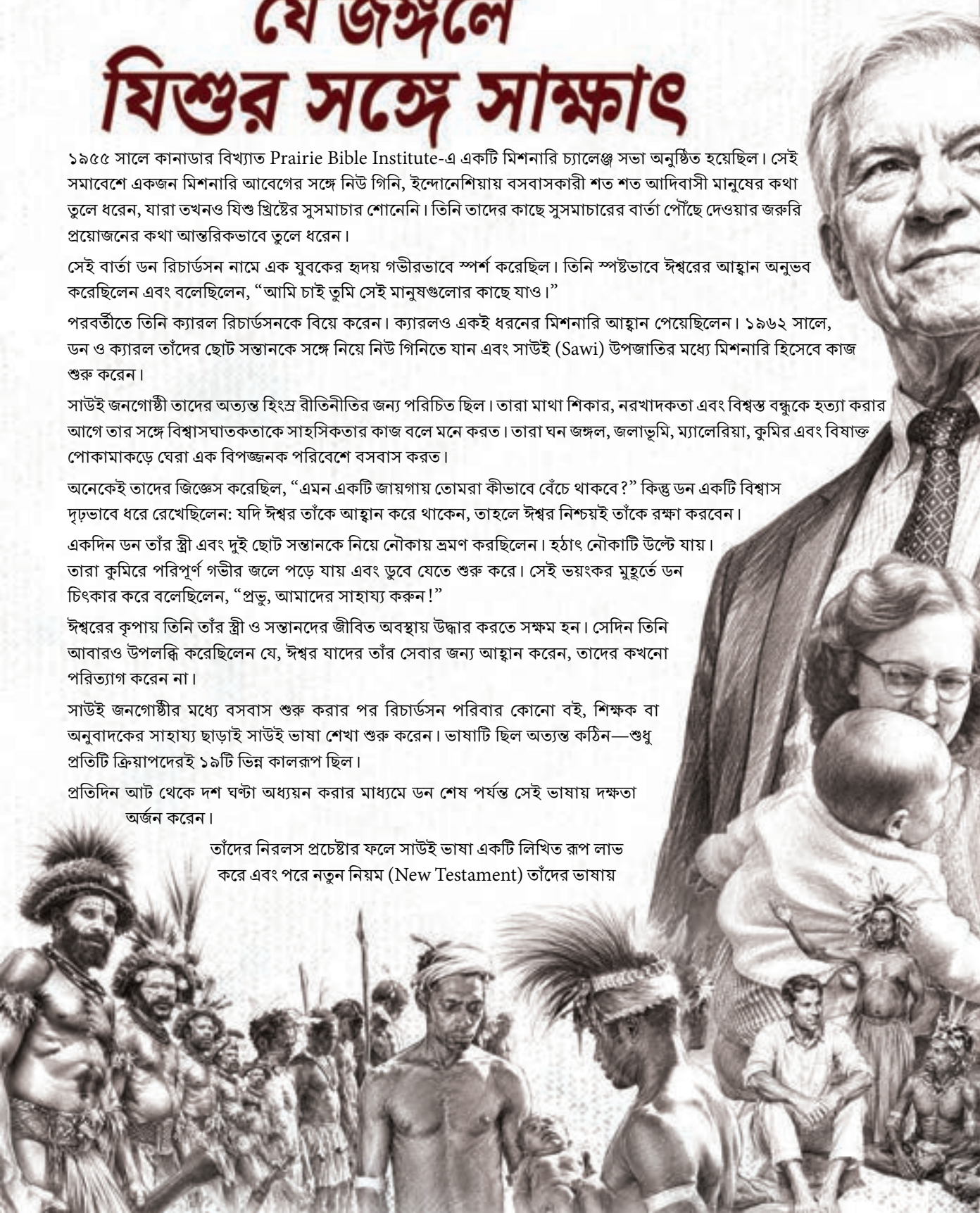
একদিন ডন তাঁর স্ত্রী এবং দুই ছোট সন্তানকে নিয়ে নৌকায় ভ্রমণ করছিলেন। হঠাৎ নৌকাটি উল্টে যায়। তারা কুমিরে পরিপূর্ণ গভীর জলে পড়ে যায় এবং ডুবে যেতে শুরু করে। সেই ভয়ংকর মুহূর্তে ডন চিৎকার করে বলেছিলেন, "প্রভু, আমাদের সাহায্য করুন!"

ঈশ্বরের কৃপায় তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হন। সেদিন তিনি আবারও উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঈশ্বর যাদের তাঁর সেবার জন্য আহ্বান করেন, তাদের কখনো পরিত্যাগ করেন না।

সাউই জনগোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস শুরু করার পর রিচার্ডসন পরিবার কোনো বই, শিক্ষক বা অনুবাদকের সাহায্য ছাড়াই সাউই ভাষা শেখা শুরু করেন। ভাষাটি ছিল অত্যন্ত কঠিন—শুধু প্রতিটি ক্রিয়াপদেরই ১৯টি ভিন্ন কালরূপ ছিল।

প্রতিদিন আট থেকে দশ ঘণ্টা অধ্যয়ন করার মাধ্যমে ডন শেষ পর্যন্ত সেই ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে সাউই ভাষা একটি লিখিত রূপ লাভ করে এবং পরে নতুন নিয়ম (New Testament) তাঁদের ভাষায়



অনুবাদ করা হয়। বহু বছর বিশ্বস্ততার সঙ্গে পরিশ্রম করার পর ডন অবশেষে সাউই জনগণের কাছে যিশু খ্রিষ্টের ভালোবাসা ও পরিত্রাণের বার্তা প্রচার করতে শুরু করেন।

কিন্তু একটি বড় সমস্যা দেখা দিল। যখন তিনি তাঁদের যিহূদা ইস্কারিয়োত কীভাবে যিশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সেই ঘটনা বললেন, তখন লোকেরা বলে উঠল, "যিহূদাই আসল নায়ক!" তাদের সংস্কৃতিতে, কাউকে প্রতারণা করে পরাজিত করাকে প্রশংসনীয় সাহসিকতার কাজ বলে মনে করা হতো।

এটি দেখে ডন গভীরভাবে হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে কেঁদে বললেন, "প্রভু, আমি কীভাবে এই মানুষদের কাছে সুসমাচার ব্যাখ্যা করব?"

সেই সময়ের কাছাকাছি ডন সাউইদের দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রামের মধ্যে এক অসাধারণ শান্তিচুক্তি প্রত্যক্ষ করলেন। একটি গ্রামের প্রধান নিজের ছোট সন্তানকে অন্য গ্রামের প্রধানের হাতে তুলে দিলেন। বিনিময়ে অন্য গ্রামের প্রধানও নিজের সন্তানকে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন। যতদিন সেই শিশুরা জীবিত থাকবে, ততদিন কোনো গ্রামই অন্য গ্রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। এই শিশুদের বলা হতো "শান্তির সন্তান" (Peace Children)।

এই অসাধারণ প্রথাটি দেখার মুহূর্তে ডনের হৃদয়ে এক নতুন উপলব্ধি জাগল। পরের বার যখন তিনি সাউই জনগণের সঙ্গে কথা বললেন, তিনি ব্যাখ্যা করলেন:

"ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে শান্তি স্থাপন করার জন্য ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্র যিশু খ্রিষ্টকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত শান্তির সন্তান।"

সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখ খুলে গেল। প্রথমবারের মতো তারা যিশুর আত্মত্যাগের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারল। তারা যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতার গুরুত্বও উপলব্ধি করল।

অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক মানুষ যিশু খ্রিষ্টকে তাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করল। তারা তাদের পুরনো জাদুবিদ্যা, হিংসা ও নরখাদকতার জীবনধারা থেকে ফিরে এল।

১৯৭২ সালে, তাদের মধ্যে "Peace House" (শান্তির ঘর) নামে একটি বড় গির্জা নির্মিত হয়। ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি একজন মানুষের আনুগত্য একটি সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীর ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল।

আজও আমাদের চারপাশে লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে যারা সত্যিকার অর্থে খ্রিষ্টকে জানে না। ডন রিচার্ডসনের মতো, যিনি সাহসের সঙ্গে সাউই উপজাতির কাছে গিয়েছিলেন, আমরাও কি সেই মানুষদের কাছে শান্তির সুসমাচার নিয়ে যেতে প্রস্তুত, যারা এখনও তা শোনেনি?

"কারণ তিনিই আমাদের শান্তি।"

— ইফিষীয় ২:১৪

